এক কথায় প্রকাশ

P2A

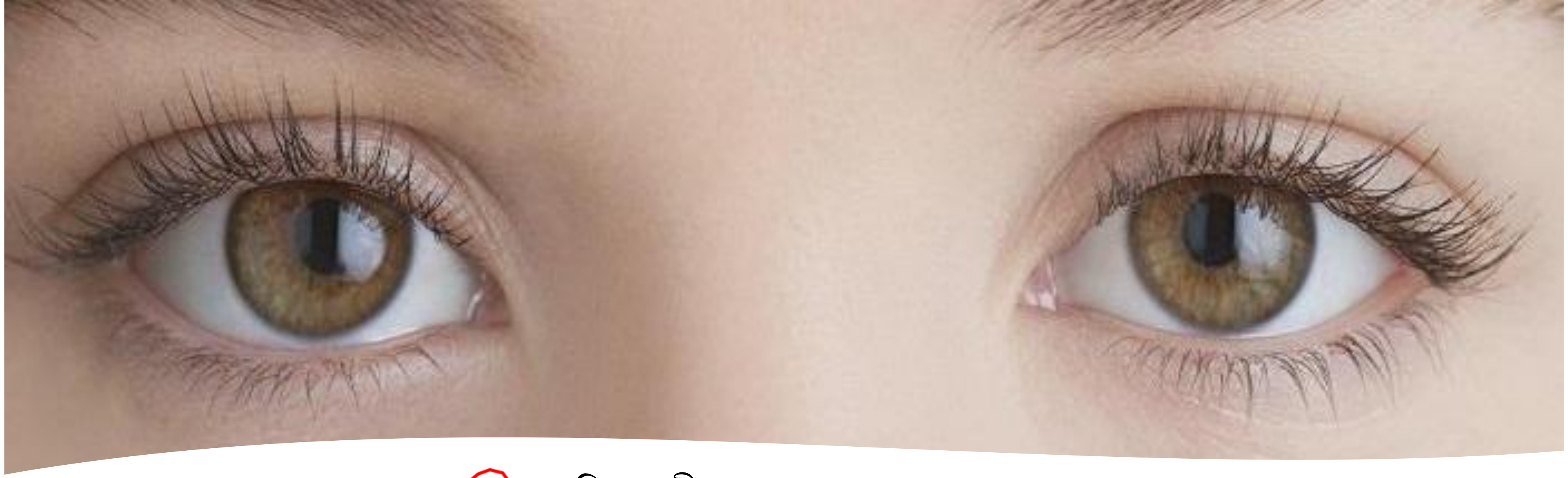

অক্ষি/চক্ষু/চোখ

অক্ষির সমীপে = **সমক্ষ**

অক্ষির অভিমুখে (সমক্ষে) = **প্রত্যক্ষ**

অক্ষির অগোচরে = **পরোক্ষ**

অক্ষি পত্রের (চোখের পাতা) লোম = **অক্ষিপক্ষ্ম**

চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত = **চাক্ষুষ**

চক্ষুলজ্জা নেই যার = **চশমখোর বা নির্লজ্জ**

অক্ষিতে কাম যার (যে নারীর) = **কামাক্ষী**

পদ্মের ন্যায় অক্ষি বা চোখ যার = **পুণ্ডরীকাক্ষ**

চোখের নিমেষ না ফেলিয়ে = **অনিমেষ**

চোখের কোণ = **অপাঙ্গ**

দিন; রাত্রি

দিনের পূর্ব ভাগ = **পূর্বাহ্ণ**

দিনের মধ্য ভাগ = **মধ্যাহ্ন**

দিনের অপর ভাগ = **অপরাহ্ণ**

দিনের সায় (অবসান) ভাগ = **সায়াহ্ন**

দিন ও রাত্রি ব্যাপিয়া = **দিবারাত্র বা অহোরাত্র**

দিন ও রাতের সন্ধিক্ষণ = **সন্ধ্যা**

দিন, রাত্রি

রাত্রির প্রথম ভাগ = **পূর্বরাত্র**

রাত্রির মধ্যভাগ = **মধ্যরাত্র বা মহানিশা**

রাত্রির শেষভাগ = **পররাত্র**

রাত্রির তিনভাগ একত্রে = **ত্রিযামা**

প্রায় প্রভাত হয়েছে এমন = **প্রভাতকল্পা**

রাতের শিশির = **শবনম**

রাত্রিকালীন যুদ্ধ = **সৌপ্তিক**

স্থায়ী, অস্থায়ী

যা স্থায়ী নয় = **অস্থায়ী**

ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = **ক্ষণস্থায়ী**

চিরকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী = **চিরস্থায়ী**

নেই স্থায়ী ঠিকানা যার = **উদ্বাস্তু**

যার জ্যোতি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না = **ক্ষণপ্রভা**

জয়ন্তী

জয় সূচক যে উৎসব/ জন্মতিথি উপলক্ষ্যে উৎসব = **জয়ন্তী**

২৫ বছর পূর্তিকে বলা হয় = **রজত জয়ন্তী**

৫০ বছর পূর্তিকে বলা হয় = **সুবর্ণ জয়ন্তী বা স্বর্ণ জয়ন্তী**

৬০ বছর পূর্তিকে বলা হয় = **হীরক জয়ন্তী**

৭৫ বছর পূর্তিকে বলা হয় = **প্লাটিনাম জয়ন্তী**

১০০ বছর পূর্তিকে বলা হয় = **শতবর্ষ**

১৫০ বছর পূর্তিকে বলা হয় = **সার্ধশত**

২০০ বছর পূর্তিকে বলা হয় = **দ্বিশতবর্ষ**

একই

একই সময়ে = **যুগপৎ**

একই সময়ে বর্তমান = **সমসাময়িক**

একই কালে বর্তমান = **সমকালীন**

একই বিষয়ে চিত্ত নিবিষ্ট যার = **নিবিষ্টচিত্ত**

একই গুরুর শিষ্য যারা = **সতীর্থ**

একই মায়ের উদরে জন্মে যারা = **সহোদর**

গাছ

যে গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল ধরে না = **বনস্পতি**

যে গাছ ফল পাকলে মরে যায় = **ওষধি**

যে গাছ থেকে ঔষধ তৈরি করা হয় = **ঔষধি**

যে গাছ কোন কাজে লাগে না = **আগাছা**

যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে = **পরগাছা**

জয়

জয়ের জন্য যে উৎসব = **জয়োৎসব**

জয় সূচনা করে এরূপ তিথি = **শুভতিথি**

অরিকে জয় করেছেন যিনি = **অরিজিৎ**

ইন্দ্রকে জয় করেছেন যিনি = **ইন্দ্রজিৎ**

ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন যিনি = **জিতেন্দ্রিয়**

শত্রুকে জয় করেছেন যিনি = **শত্রুজিৎ বা পরঞ্জয়**

বলা/কথা

বলা হয়েছে যা = **উক্ত**

বলা হবে যা = **বক্তব্য**

বলা হয়নি যা = **অনুক্ত**

বলা হচ্ছে যা = **বক্ষ্যমাণ**

বলার যোগ্য নয় যা = **অকথ্য**

বেশি কথা বলে যে = **বাচাল**

কম কথা বলে যে = **স্বল্পভাষী বা মিতভাষী**

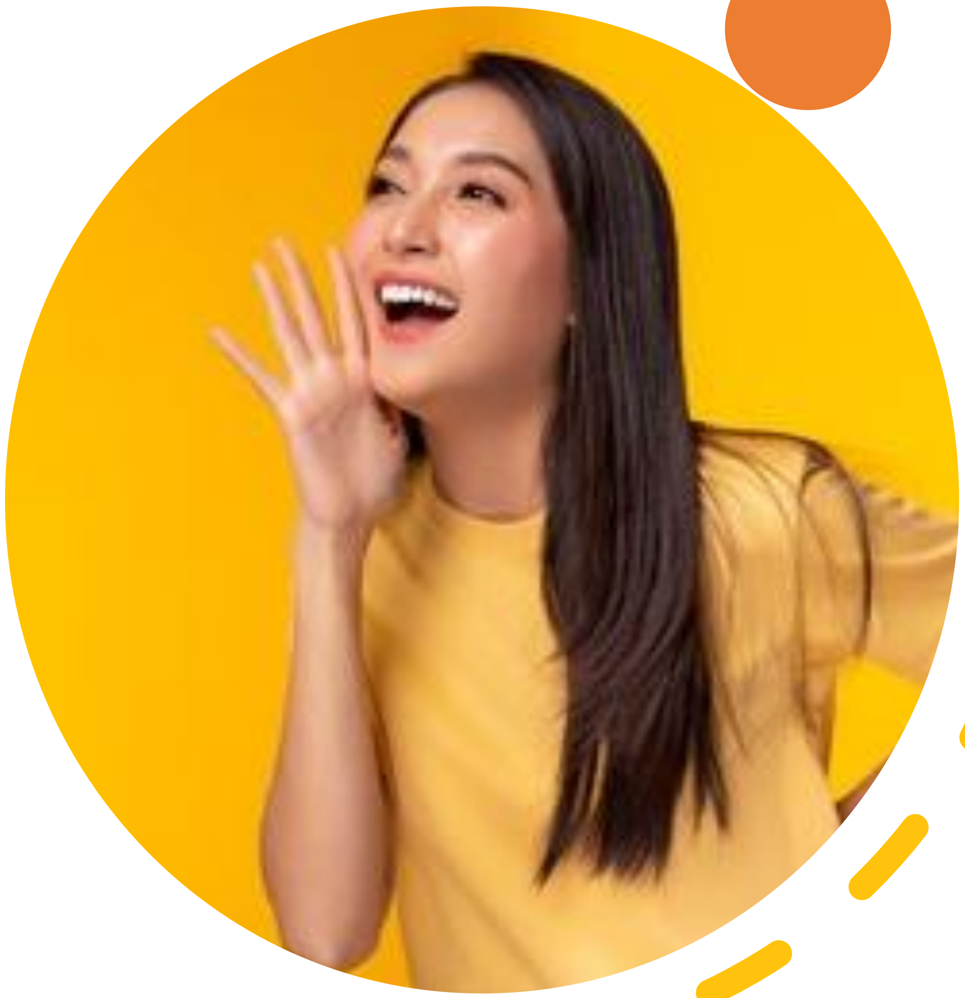

P2A

নারী

যে নারী পূর্বে অন্যের স্ত্রী ছিল = **অন্যপূর্বা**

যে নারী বার (সমূহ) গামিনী = **বারাঙ্গনা (পতিতা)**

যে নারীর পঞ্চ স্বামী = **পঞ্চভর্তৃকা**

যে নারী নিজে বর বরণ করে নেয় = **স্বয়ংবরা**

যে নারী আনন্দ দান করে = **বিনোদিনী**

যে নারী প্রিয় কথা বলে = **প্রিয়ংবদা**

আজীবন সধবা যে নারী = **চিরায়ুষ্মতী**

P2A

নারী

যে নারীর হাসি সুন্দর = **সুস্মিতা**

যে নারী গোপনে প্রিয়মিলন করে = **অভিসারিণী**

যে নারীর হাসি কুটিলতাবর্জিত = **শুচিস্মিতা**

যে নারীর অসূয়া (হিংসা) নেই = **অনসূয়া**

যে নারীর বিয়ে হয়েছে = **ঊঢ়া**

যে নারীর বিয়ে হয় না = **অনূঢ়া**

যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে = **নবোঢ়া**

যে নারীর সুন্দর কেশ আছে = **সুকেশা/সুকেশী**

যে নারী অঘটন ঘটাতে পারদর্শী = **অঘটনঘটন পটিয়সী**

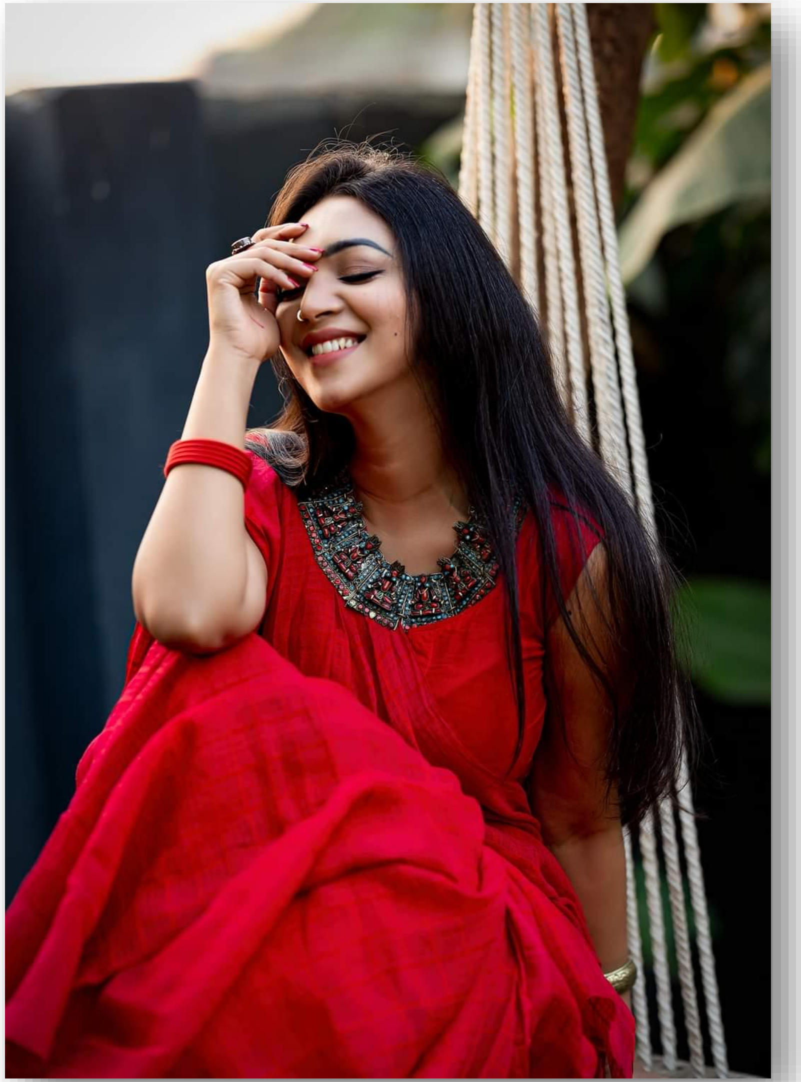

P2A

নারী

যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে = বীরপ্রসূ

যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে = অধিবিন্না

যে নারী জীবনে একবার সন্তান প্রসব করেছে = কাকবন্ধ্যা

যে নারী অন্য কারও প্রতি আসক্ত হয় না = অনন্যা

যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত = বীরা বা পুরন্ধি

যে নারী আনন্দ দান করে = বিনোদিনী

যে নারী দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্না = অঙ্গনা

যে নারী সুন্দরী = রামা

P2A

নারী

যে নারীর স্বামী বিদেশে থাকে = প্রোষিতভর্তৃকা

যে নারী সূর্যের স্পর্শে আসে নাই = অসূর্যস্পশ্যা

যে নারীর স্বামী ও পুত্র জীবিত = বীরা বা পুরন্ধি

যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত = অবীরা

যে নারী বীর সন্তান প্রসব করে = বীরপ্রসূ

যে নারী জীবনে একবার সন্তান প্রসব করেছে = কাকবন্ধ্যা

যে নারী অন্য কারও প্রতি আসক্ত হয় না = অনন্যা

যে নারীর কোনো সন্তান হয় না = বন্ধ্যা

যে নারী বীর = বীরাঙ্গনা

নারী

যে নারীর স্বামী ও পুত্র মৃত = অবীরা

যে নারীর শিশুসন্তানসহ বিধবা = বালপুত্রিকা

যে নারীর কোনো সন্তান হয় না = বন্ধ্যা

যে নারী বীর = বীরাঙ্গনা

যে নারী অতি উজ্জ্বল ও ফর্সা = মহাশ্বেতা

যে নারী আনন্দ দান করে = বিনোদিনী

যে নারীর নখ শূর্পের (কুলা) মত = শূর্পনখা

যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবদ্ধা = চিত্রার্পিতা

যে নারীর দুটি মাত্র পুত্র = দ্বিপুত্রিকা

নারী

যে নারী দেহ সৌষ্ঠব সম্পন্না = অঙ্গনা

যে নারী সুন্দরী = রামা

যে নারী অতি উজ্জ্বল ও ফর্সা = মহাশ্বেতা

যে নারী আনন্দ দান করে = বিনোদিনী

যে নারীর নখ শূর্পের (কুলা) মত = শূর্পনখা

যে নারী চিত্রে অর্পিতা বা নিবদ্ধা = চিত্রার্পিতা

যে নারীর দুটি মাত্র পুত্র = দ্বিপুত্রিকা

যে নারীর স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে = অধিবিন্না

নারী

যে নারীর সতীন বা শত্রু নেই = নিঃসপত্ন

কুমারীর পুত্র = কানীন

বহু নারীর স্বামী যে = বহুবল্লভ

অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা থাকার পরও যে কনিষ্ঠার বিয়ে হয় = অগ্রেদিধিষু

যে নারী কলহপ্রিয় = খাণ্ডারী

যে নারী চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী = চিরন্টী

যে নারীর সহবাসে মৃত্যু হয় = বিষকন্যা

অল্প পরিশ্রমে শ্রান্ত যে নারী = ফুলটুশি

পুরুষ, স্বামী

যে পুরুষ বিয়ে করেছে = কৃতদার

যে পুরুষ বিয়ে করেনি = অকৃতদার

যে জীবনে বিবাহ করবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেছে = চিরকুমার

যে স্বামীর স্ত্রী বর্তমান = সস্ত্রীক

যে স্বামীর স্ত্রী মারা গিয়েছে = বিপত্নীক ৰা মৃতদার

যে পুরুষের অনেক পত্নী আছে = বহুপত্নীক

যে পুরুষের স্ত্রী বিদেশে থাকে = প্রোষিতভার্য বা প্রোষিতপত্নীক

যে পুরুষের চেহারা দেখতে সুন্দর = সুদর্শন

স্ত্রীর বশীভূত যে পুরুষ = স্ত্রৈণ

পুরুষের কর্ণভূষণ = বীরবৌলি

বহু নারীর স্বামী যে = বহুবল্লভ

জন্ম

অগ্রে জন্মে যে = **অগ্রজ**

অনুতে (পশ্চাতে) জন্মে যে = **অনুজ**

জন্মে নাই যা = **অজ**

দুই বার জন্মে যা = **দ্বিজ**

পঙ্কে জন্মায় যায় = **পঙ্কজ**

জলে জন্মে যা = **জলজ**

সরোবরে জন্মে যা = **সরোজ**

শুভক্ষণে জন্ম যার = **শুভজন্মা বা ক্ষণজন্মা**

পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ আছে যার = **জাতিস্মর**

যে শিশু আটমাসে জন্মগ্রহণ করেছে = **আটাসে**

যোগ্য

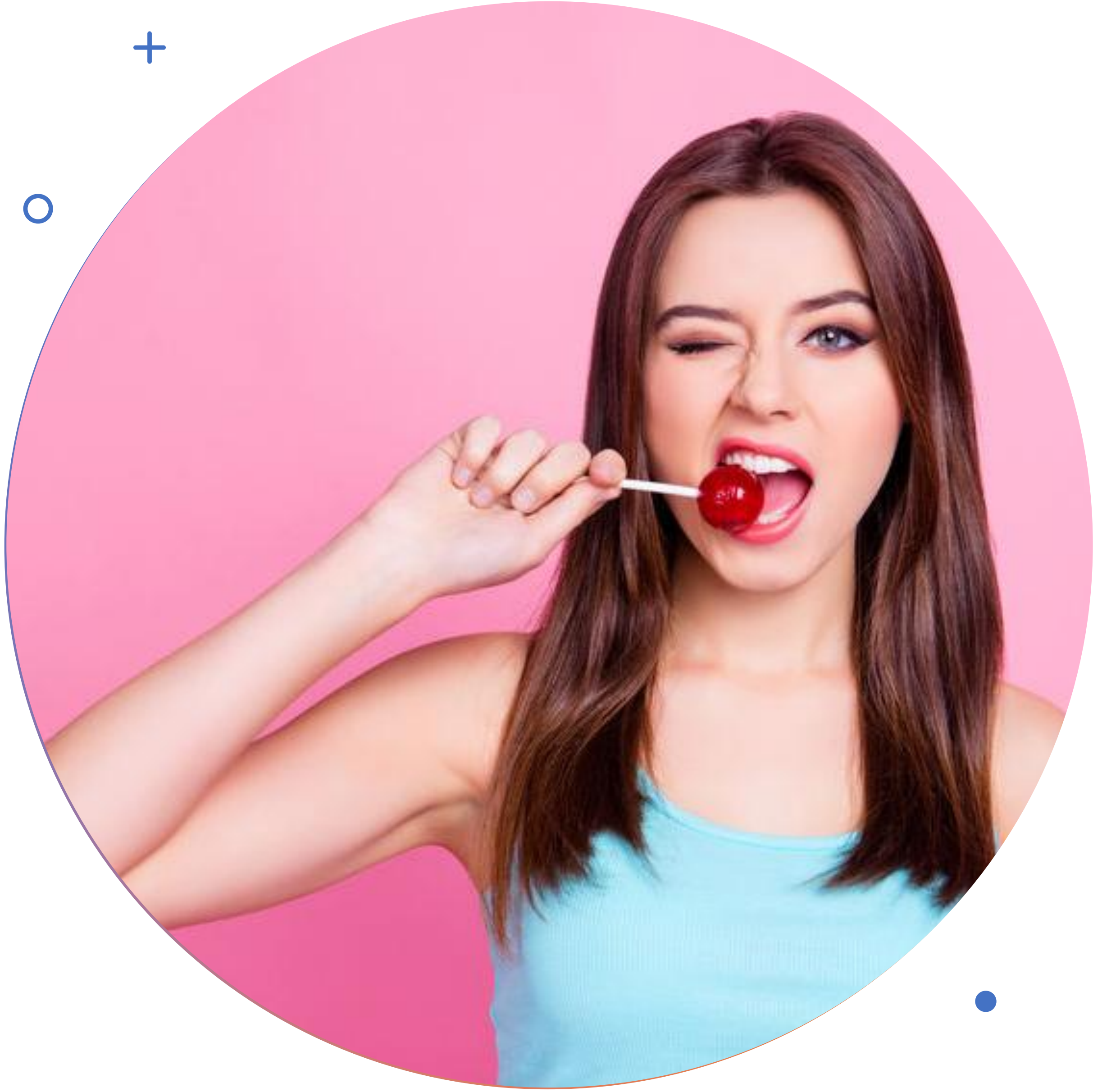

- যা চুষে খাবার যোগ্য = চোষ্য বা চূষ্য
- যা চেটে খাওয়ার যোগ্য = লেহ্য
- যা চিবিয়ে খাওয়ার যোগ্য = চর্ব্য
- যা পান করার যোগ্য = পেয়
- জানিবার যোগ্য = জ্ঞাতব্য
- ক্ষমার যোগ্য = ক্ষমার্হ

হাত

- হাতের প্রথম আঙুল (বৃদ্ধাঙ্গুলি) = অঙ্গুষ্ঠ (অঙ্গুষ্ঠা নয়)
- হাতের দ্বিতীয় আঙুল = তর্জনী
- হাতের তৃতীয় আঙুল = মধ্যমা
- হাতের চতুর্থ আঙুল = অনামিকা
- হাতের পঞ্চম আঙুল = কনিষ্ঠা
- হাতের তালু = করতল
- হাতের কব্জি = মণিবন্ধ
- হাতের কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত অংশ = প্রকোষ্ঠ
- হাতের কব্জি থেকে আঙুরের ডগা পর্যন্ত = পাণি

পদ্ম

- লাল বর্ণের (রং) পদ্ম = কোকনদ
- নীল বর্ণের (রং) পদ্ম = ইন্দিবর
- শ্বেত বর্ণের (রং) পদ্ম = পুণ্ডরীক
- পদ্মের ডাটা বা নাল = মৃণাল
- পদ্মের ঝাড় বা মৃণালসমূহ = মৃণালিনী

শত্রু

P2A

শত্রুকে (অরিকে) দমন করে যে = **অরিন্দম**

শত্রুকে জয় করেন যিনি = **শত্রুজিৎ বা পরঞ্জয়**

শত্রুকে বধ করে যে = **শত্রুঘ্ন**

শত্রুকে পীড়া বা কষ্ট দেয় যে = **পরন্তপ**

পূর্ব

- যা পূর্বে ছিল এখন নেই = ভূতপূর্ব
- যা পূর্বে কখনো ঘটে নাই = অভূতপূর্ব
- যা পূর্বে দেখা যায়নি = অদৃষ্টপূর্ব
- যা পূর্বে শোনা যায়নি = অশ্রুতপূর্ব
- যা পূর্বে চিন্তা করা যায়নি = অচিন্ত্যপূর্ব

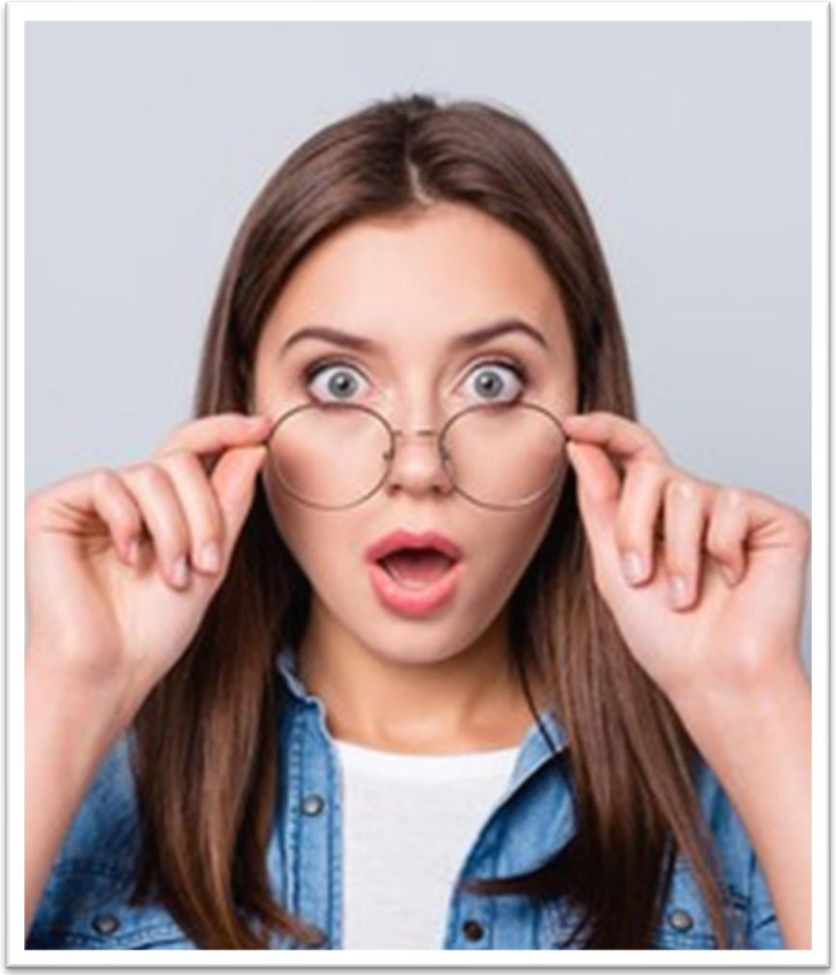

দুই

- দুই হাত সমান চলে যার = সব্যসাচী
- দুইয়ের মধ্যে একটি = অন্যতর
- বহুর মধ্যে একটি = অন্যতম
- দুই দিকে অপ যার = দ্বীপ
- দুই বার জন্মে যা = দ্বিজ
- দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান = দোয়াব
- দুই রথীর যুদ্ধ = দ্বৈরথ

P2A

ঈষৎ

- ঈষৎ রক্তবর্ণ = আরক্ত
- ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ = ধূসর
- ঈষৎ পাংশুবর্ণ = কয়লা
- ঈষৎ কম্পিত = আধুত
- ঈষৎ আমিষ গন্ধ যার = আঁশটে
- ঈষৎ উষ্ণ = কবোষ্ণ বা ঈষদুষ্ণ
- ঈষৎ পীতবর্ণ = আপীত

ফসল

- চৈত্র মাসে উৎপন্ন ফসল = চৈতালি
- পৌষ মাসে উৎপন্ন ফসল = পৌষালি
- হেমন্তকালে উৎপন্ন ফসল = হৈমন্তিক

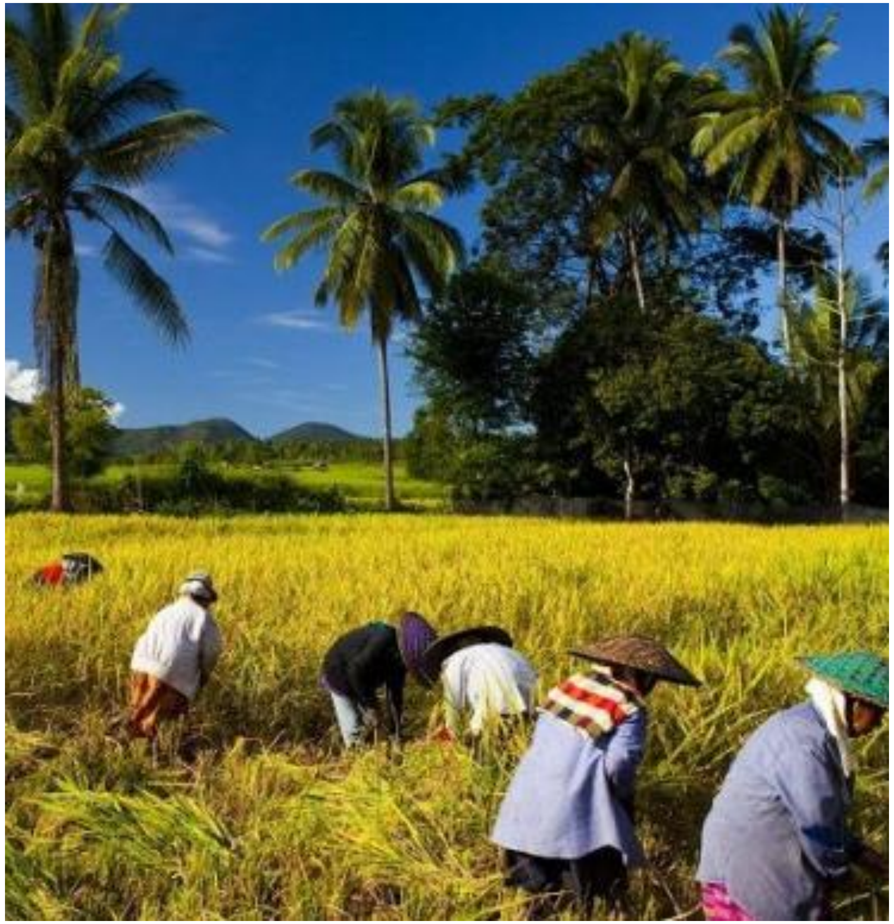

অন্ত, অন্তর

- অন্ত নেই যার = অনন্ত
- অন্তর্গত অপ যার = অন্তরীপ
- অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করেন যিনি = অন্তর্যামী
- অন্তরে জল আছে এমন যে (নদী) = অন্তঃসলিলা
- অন্তরে যা ঈক্ষণ (দেখার) যোগ্য = অন্তরিক্ষ (আকাশ)

ইচ্ছা/ ইচ্ছুক

বলার ইচ্ছা = বিবক্ষা

বলতে ইচ্ছুক = বিবক্ষু

দেখার ইচ্ছা = দিদৃক্ষা

দেখতে ইচ্ছুক = দিদৃক্ষু

ইচ্ছা/ইচ্ছুক

ভোজন করার ইচ্ছা = **বুভুক্ষা**

ভোজন করতে ইচ্ছুক = **বুভুক্ষু**

মুক্তি লাভের ইচ্ছা = **মুমুক্ষা**

মুক্তি লাভ করতে ইচ্ছুক = **মুমুক্ষু**

সৃষ্টি করার ইচ্ছা = **সিসৃক্ষা**

সহজ/কষ্ট

- কষ্টে জয় করা যায় যা = **দুর্জয়**
- যা সহজে মরে না = **দুর্মর**
- যা সহজে জানা যায় না = **দুর্জ্ঞেয়**
- যা সহজে পোড়ানো যায় = **দাহ্য**
- কষ্টে গমন করা যায় = **দুর্গম**
- কষ্টে লাভ করা যায় যা = **দুর্লভ**
- কষ্টে নিবারণ করা যায় যা = **দুর্নিবার**
- কষ্টে দমন করা যায় যা = **দুর্দমনীয়**
- কষ্টে অতিক্রম করা যায় যা = **দুরতিক্রম্য**

ক্রম

- এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত = একাদিক্রমে
- ক্রমে ক্রমে আসছে যা = ক্রমাগত
- যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে = ক্রমবর্ধমান
- ক্রমকে বজায় রাখিয়া = ক্রমান্বয়ে বা যথাক্রমে

সহজ/কষ্ট

- যা সহজে দমন করা যায় না = দুর্দম
- যা সহজে বুঝা যায় না = দুর্বোধ্য
- যাকে সহজে বধ করা যায় না = দুর্বধ্য
- যা সহজে করা যায় না = দুষ্কর
- যা সহজে লঙ্ঘন করা যায় না = দুর্লঙ্ঘ্য
- যা সহজে ভেঙে যায় = ভঙ্গুর
- যা সহজে পাওয়া যায় না = দুষ্প্রাপ্য
- যা সহজে ভেদ করা যায় না = দুর্ভেদ্য

ডাক, ধ্বনি

ময়ূরের ডাক = কেকা

কোকিলের ডাক = কুহু

কুকুরের ডাক = বুক্কন

পেঁচা বা উলূকের ডাক = ঘূৎকার

মোরগের ডাক = শকুনিবাদ

অলংকারের ধ্বনি = শিঞ্জন

ডাক/ধ্বনি

সমুদ্রের ঢেউয়ের ধ্বনি = কল্লোল

ধনুকের ধ্বনি = টংকার

কর্কশ ধ্বনি বা রাজহাঁসের ডাক = ক্রেঙ্কার

ভ্রমরের ধ্বনি = গুঞ্জন

বীরের ধ্বনি = হুংকার

মেঘের ধ্বনি = জীমূতমন্দ্র

গম্ভীর ধ্বনি = মন্দ্র

ডাক, ধ্বনি

তোপের ধ্বনি = গুড়ুম

শুকনো পাতার ধ্বনি = মর্মর

আনন্দজনক ধ্বনি = নন্দিঘোষ

অতি উচ্চ ধ্বনি = মহানাদ

অব্যক্ত মধুর যে ধ্বনি = কলতান

তলোয়ারের (অসি) ধ্বনি = ঝঞ্জন

ব্যাঙের ডাক = মকমক

উচ্চ শব্দ = নির্ঘোষ

ডাক/ধ্বনি

অশ্বের (ঘোড়ার) ধ্বনি = হ্রেষা

হাতির ধ্বনি = বৃংহতি বা বৃংহণ

সিংহের নাদ (ডাক) = হুংকার

বাঘের ডাক = গর্জন

পাখির কলরব (ধ্বনি) = কূজন বা কাকলি

নূপুরের ধ্বনি = নিক্কণ

বীণার ধ্বনি = ঝংকার

পর

- পরকে প্রতিপালন করে যে = পরভৃৎ (কাক)
- পর দ্বারা প্রতিপালিত হয় যে = পরভৃত (কোকিল)
- পরকে আশ্রয় করিয়া বাঁচে যে = পরজীবী
- পরের ভালো যে দেখতে পারে না = পরশ্রীকাতর

ইচ্ছা/ ইচ্ছুক

সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক = সিসৃক্ষু

অপকার করার ইচ্ছা = অপচিকীর্ষা

অপকার করতে ইচ্ছুক = অপচিকীর্ষু

উপকার করার ইচ্ছা = উপচিকীর্ষা

উপকার করতে ইচ্ছুক = উপচিকীর্ষু

ইচ্ছা/ইচ্ছুক

অনুকরণ করার ইচ্ছা = অনুচিকীর্ষা

অনুকরণ করতে ইচ্ছুক = অনুচিকীর্ষু

করার ইচ্ছা = চিকীর্ষা

ক্ষমা করার ইচ্ছা = তিতিক্ষা বা চিক্ষমিসা

বেঁচে থাকার ইচ্ছা = জিজীবিষা

ত্রাণ লাভ করার ইচ্ছা = তিতীর্ষা

ইচ্ছা, ইচ্ছুক

করতে ইচ্ছুক = চিকীর্ষু

জয় করার ইচ্ছা = জিগীষা

বিজয় লাভের ইচ্ছা = বিজিগীষা

যুদ্ধ করার ইচ্ছা = যুযুৎসা

অনুসন্ধান করার ইচ্ছা = অনুসন্ধিৎসা

ইচ্ছা/ ইচ্ছুক

সেবা করার ইচ্ছা = শুশ্রূষা

নিন্দা/ গোপন করার ইচ্ছা = জুগুপ্সা

হিত করার ইচ্ছা = হিতৈষা

পান করার ইচ্ছা = পিপাসা

লাভ করার ইচ্ছা = লিপ্সা

মরণের ইচ্ছা = মুমূর্ষা

আল্লাহ

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার = আস্তিক

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার= নাস্তিক

আপনা, আত্ম

- আপনাকে যে পণ্ডিত মনে করে = পণ্ডিতম্মন্য
- আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা = আত্মকেন্দ্রিক
- আপনার বর্ণ (রঙ) লুকায় যে = বর্ণচোরা
- আপনাকে হত্যা করে যে = আত্মঘাতী
- আপনাকে যিনি কৃতার্থ মনে করেন = কৃতার্থম্মন্য
- আপনাকে অত্যন্ত হীন ভাবে যে = হীনমন্য
- আপনাকে ভুলে থাকে যে = আত্মভোলা
- আত্মার সম্বন্ধীয় বিষয় = আধ্যাত্মিক বা আত্মিক
- যে আত্ম বিষয়কে সর্বস্ব বলে মনে করে = আত্মসর্বস্ব
- আত্মার সহিত সম্পর্ক যার = আত্মীয়

যোগ্য

- ঘৃণার যোগ্য = ঘৃণাহ বা ঘৃণ্য
- প্রশংসার যোগ্য = প্রশংসার্হ
- আনন্দের যোগ্য = নন্দ
- নিন্দা করার যোগ্য = নিন্দনীয়
- নিন্দা করার অযোগ্য = অনিন্দ্য/ অনিন্দনীয়
- নৌ চলাচলের যোগ্য = নাব্য

যোগ্য

- মাথা পাতিয়া লইবার যোগ্য = শিরোধার্য
- স্মরণের যোগ্য = স্মরণার্হ
- ঘ্রাণের যোগ্য = ঘ্রেয়
- আরাধনা করার যোগ্য = আরাধ্য
- বরণ করার যোগ্য = বরেণ্য/ বরণীয়
- মান প্রাপ্তির যোগ্য = মাননীয়
- দর্শনের যোগ্য = দর্শনীয়
- ধন্যবাদের যোগ্য =ধন্যবাদার্হ
- ধ্যানের যোগ্য = ধ্যেয়
- ধারণের যোগ্য = ধেয়

বর্ণ

- যার প্রকৃত বর্ণ ধরা যায় না বা লুকিয়ে থাকে = বর্ণচোরা
- ধূলার মতো বর্ণ যার = পাংশুল
- ধোঁয়ার মতো বর্ণ যার = ধোঁয়াটে
- ফিকা কমলা বর্ণ = বাসন্তী
- নীল বর্ণের বানর = উল্লুক

চামড়া (খোলস)

- বাঘের চামড়া = কৃত্তি
- সাপের চামড়া বা খোলস = নির্মোক
- হরিণের চামড়া = অজিন

গমন বা চলা

- গমন করতে পারে যে = জঙ্গম
- ভুজের সাহায্যে চলে যে = ভুজঙ্গ/ ভুজগ (সাপ)
- লাফিয়ে চলে যে = প্লবগ (ব্যাঙ/ বানর)
- বুকে হেঁটে গমন করে যে = উরগ/ সরীসৃপ (সাপ)
- অগ্রে গমন করে যে = অগ্রগ
- সর্বত্র গমন করে যে =সর্বগ
- ত্বরায় (দ্রুত) গমন করে যে = তুরগ/ তুরঙ্গ/ তুরঙ্গম (ঘোড়া)
- দূরে গমন করে যে = দূরগামী
- হৃদয়ে গমন করে যে = হৃদয়ঙ্গম
- যে গমন করে না = নগ (পাহাড়)
- পা দিয়ে চলে না যে =পন্নগ (সাপ)

চরে

- ক (বাতাস)-তে চরে যে = কপোত (কবুতর)
- খ (আকাশ)- তে চরে যে = খেচর বা আকাশচারী (পাখি)
- জলে চরে যা = জলচর
- স্থলে চরে যা = স্থলচর
- জলে ও স্থলে চরে যা = উভচর
- রাতে চরে বেড়ায় যে = নিশাচর

পর্যন্ত

- আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত = আদ্যোপান্ত বা আদ্যন্ত
- পা থেকে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক
- সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্যন্ত = আসমুদ্রহিমাচল
- কটিদেশ থেকে পদতল পর্যন্ত = অধঃকায়
- জানু পর্যন্ত লম্বিত = আজানুলম্বিদ
- নাভি পর্যন্ত লম্বিত = ললন্তিকা

ক্ষুদ্র

- ক্ষুদ্র বাগান = বাগিচা
- ক্ষুদ্র রথ = রথার্ভক
- ক্ষুদ্র চিহ্ন = বিন্দু
- ক্ষুদ্র রাজা = রাজড়া
- ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র = ভাঁড়
- ক্ষুদ্র ফোঁড়া = ফুসকুড়ি
- ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড = নুড়ি
- ক্ষুদ্র নালা = নালি
- ক্ষুদ্র নাটক = নাটিকা
- ক্ষুদ্র জাতীয় বকের শ্রেণি = বলাকা
- ক্ষুদ্র ঢাক বা ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র = নাকাড়া

ক্ষুদ্র

- ক্ষুদ্র পুস্তক = পুস্তিকা
- ক্ষুদ্র গীত = গীতিকা
- ক্ষুদ্র মালা =মালিকা।
- ক্ষুদ্র গ্রাম = পল্লিগ্রাম
- ক্ষুদ্র গাছ = গাছড়া
- ক্ষুদ্র কূপ = পাতকুয়া
- ক্ষুদ্রকায় ঘোড়া = টাট্টু
- ক্ষুদ্র নদী = সারণি
- ক্ষুদ্র প্রলয় = খণ্ডপ্রলয়
- ক্ষুদ্র নিচু কাঠের আসন = পিঁড়ি
- ক্ষুদ্র অঙ্গ = উপাঙ্গ
- ক্ষুদ্র লতা = লতিকা

পুনঃপুন (বারবার), মান প্রত্যয়

- পুনঃপুন (বারবার) দুলছে যা = দোদুল্যমান
- পুনঃপুন (বারবার) দীপ্তি পাচ্ছে যে = দেদীপ্যমান
- যা দীপ্তি পাচ্ছে = দীপ্তিমান
- পুনঃপুন (বারবার) জ্বলছে যা = জাজ্বল্যমান
- পুনঃপুন (বারবার) রোদন কর্ছেন যে = রোরুদ্যমান

পুনঃপুন (বারবার), মান প্রত্যয়

- দগ্ধ হয়েছে এমন = দহ্যমান
- যা কাঁপছে = কম্পমান
- উড়িয়া যাচ্ছে এমন = উড্ডীমান বা উড্ডীন
- উদয় হয়েছে এমন = উদীয়মান
- বিবাদ করছে এমন = বিবদমান

তুল্য

- আমার তুল্য = সাদৃশ
- ইহার তুল্য = ইদৃশ
- তাহার তুল্য = তাদৃশ
- ঋষির তুল্য = ঋষিকল্প বা ঋষিতুল্য
- দেবতার তুল্য= দেবোপম

নষ্ট

- নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার = নশ্বর
- নষ্ট হয় না যা = অবিনশ্বর

উপকার

- উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে = কৃতজ্ঞ
- উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে = অকৃতজ্ঞ
- উপকারীর অপকার করে যে = কৃতঘ্ন

অন্য

- অন্য দিকে মন যার = অন্যমনস্ক
- অন্য দিকে মন নেই যার = অনন্যমনা
- অন্য কোন কর্ম নেই যার = অনন্যকর্মা
- অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করে যে = মাধুকরী

উপায়

- কোনো উপায় নেই যার = নিরুপায়
- অন্য কোনো উপায় নেই যার = অনন্যোপায়

এক

- একটির পরিবর্তে অন্য একটি = বিকল্প
- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় যে = যাযাবর
- এক তার যুক্ত বাদ্যযন্ত্র = একতারা
- এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কল্পনা = অধ্যাস
- এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ = বুকনি

অনেক

- অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার = বহুদর্শী বা ভূয়োদর্শী
- অনেকের মধ্যে প্রধান বা সেরা = শ্রেষ্ঠ
- নেকের মধ্যে একজন = অন্যতম

শ্রম

- শ্রম করিতে কষ্টবোধ করে যে = শ্রমকাতর
- শ্রম করিতে চাহে না যে = শ্রমবিমুখ

রূপান্তর

- অন্য ভাষায় রূপান্তর = অনুবাদ
- অন্য ভাষায় রূপান্তরিত = অনূদিত
- অন্য লিপিতে রূপান্তর = লিপান্তর

মর্ম

- মর্মকে স্পর্শ করে এমন = মর্মস্পর্শী
- মর্মকে পীড়া দেয় যাহা =মর্মান্তিক বা মর্মন্তুদ
- মর্ম ভেদ করিয়া যায় যাহা = মর্মভেদী

সব বা সকল

- সব কিছুই জানেন যিনি = সর্বজ্ঞ (অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার = অনভিজ্ঞ)
- যিনি সব জানেন = সবজান্তা
- সব কিছু ভক্ষণ করে যে = সর্বভুক
- সব কিছুই গ্রাস করে যে = সর্বগ্রাসী
- যিনি সর্বত্র ব্যাপিয়া থাকেন = সর্বব্যাপক
- সকলের মধ্যে প্রবীণ বা জ্যেষ্ঠ যিনি = সার্বজনীন
- সকলের জন্য অনুষ্ঠিত বা কল্যাণকর বা মঙ্গলকর বা হিতকর = সর্বজনীন

ব্যয়

- আয় অনুসারে ব্যয় করে যে= মিতব্যয়ী
- আয় অনুসারে ব্যয় করে না যে = অমিতব্যয়ী
- ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে যে = কৃপণ
- অধিক ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ করে যে =ব্যয়কুণ্ঠ
- যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয় = ব্যয়বহুল

এমন

- শুনতে পারা যায় এমন = শ্রবণীয় বা শ্রাব্য
- পাঠ করতে হবে এমন = পঠিতব্য
- বুঝতে পারা যায় এমন = বোধগম্য
- ভবিষ্যতে ঘটবেই এমন = ভবিতব্য
- প্রকাশিত হবে এমন = প্রকাশিতব্য
- দর্শন করা হয়েছে এমন = প্রেক্ষিত
- জাগিয়া রয়েছে এমন = জাগন্ত বা জাগরূক

গতি

- অন্য কোন গতি নেই যার = অনন্যগতি বা অগত্যা
- যা গতিশীল= জঙ্গম
- যা গতিশীল নয় = স্থাবর
- অন্য গতি = গত্যন্তর
- উর্ধ্ব দিকে গতি যার = উর্ধ্বগতি

আকাশ

- পৃথিবী ও স্বর্গ = রোদসী
- আকাশ ও পৃথিবী অথবা স্বর্গ ও মর্ত্য = ক্রন্দসী
- আকাশে যে বিচরণ করে = নভশ্চর
- আকাশের ন্যায় রং = আকাশী

অগ্র

- অগ্রে গমণ করে যে = অগ্রগ
- অগ্র, পশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী = আনুপূর্বিক
- অগ্র (আগ), পশ্চাৎ (পিছ) বিবেচনা না করে কাজ করে যে= অবিমৃষ্যকারী
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা জানানো = প্রত্যুদগমন
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বিদায় জানানো = অনুব্রজন

ঈষৎ

- ঈষৎ নীলবর্ণ = নীলাভ
- ঈষৎ শিক্ষিত = শিক্ষিতকল্প
- ঈষৎ রুগ্‌ণ = রোগাটে
- ঈষৎ হাস্য = স্মিত
- ঈষৎ মধুর = আমধুর
- ঈষৎ কৃষ্ণ = কালচে
- ঈষৎ বক্র = বঙ্কিম

অতি

- অতি উচ্চস্বরে বিকট হাসি = অট্টহাসি
- অতিক্রমের যোগ্য = অতিক্রমণীয়
- অতিক্রম করা যায় না যা = অনতিক্রমণীয়/ অনতিক্রম্য
- অতি নিপুণ কারিগর = ওস্তাগর
- অতি কর্ম নিপুণ ব্যক্তি = করিতকর্মা/কর্মদক্ষ
- অতি দীর্ঘ নয় যা = নাতিদীর্ঘ
- অতি শীতও নয় উষ্ণও নয় এমন = নাতিশীতোষ্ণ
- অতি আসন্ন = প্রত্যাসন্ন

কথা

- কথায় বর্ণনা করা যায় না যা = অনির্বচনীয়
- কথায় যা প্রকাশ করা যায় না = অনির্বচনীয়/ অনির্বাচ্য
- কথার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রসঙ্গ বা প্রবচনাদি প্রয়োগ = বুকনি

ইতিহাস

- ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি = ইতিহাসবেত্তা
- ইতিহাসের পূর্ব = প্রাগৈতিহাসিক
- ইতিহাস রচনা করেন যিনি = ঐতিহাসিক

সম্পর্কিত

- ইহকাল সম্পর্কিত = ইহলৌকিক (ঐহিক)
- পরকাল সম্পর্কিত = পারলৌকিক
- ইহলোকে যা সামান্য নয় = অলোকসামান্য

[এরূপ- দেহ, দিন, সপ্তাহ, মাস, ধর্ম, শরীর, পরিবার, বিবাহ, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, সংঘটন, সংসার ইত্যাদি—এগুলোরসাথে ইক প্রত্যয় যুক্ত করলেই এক কথায় প্রকাশ হয়ে যাবে।]

মরণ, মৃত

- মরিবেই যাহা = মরণশীল
- মৃতের মতো অবস্থা যার = মুমূর্ষ
- জীবিত থেকেও যে মৃত = জীবন্মৃত
- মরার মতো/ মৃত প্রায় = মৃতবৎ
- মৃত জীব-জন্তু ফেলা হয় যেখানে = ভাগাড় বা উপশল্য

লাভ

- বিনা যত্নে লাভ করা যায় যা = অযত্নলব্ধ
- অনায়াসে লাভ করা যায় যা = অনায়াসলব্ধ
- যা লাভ করা দুঃসাধ্য = সাধ্যাতীত

অকাল

- অকালে পক্ক হয়েছে যা = অকালপক্ক
- অকালে যাকে জাগরণ করা হয় = অকালবোধন
- অকালে জাত কুস্মাণ্ড = অকালকুষ্মন্ড

অশ্ব

- অশ্ব, রথ, হস্তী ও পদাতিক সৈন্যের সমাহার = চতুরঙ্গ
- অশ্ব রাখার স্থান = আস্তাবল।
- অশ্বে আরোহণ করে যে সৈনিক = অশ্বারোহী
- অশ্বের চালক = সাদী

- যে লেখক অন্যের ভাব, ভাষা প্রভৃতি চুরি করে নিজের নামে চালায় = কুম্ভিলক
- কর্ম সম্পাদনে অতিশয় দক্ষ বা পরিশ্রমী = কর্মঠ
- যা অধ্যয়ন করা হয়েছে = অধীত
- যে ব্যক্তি মূর্খ কিন্তু চতুর = ধূর্ত
- যা অবশ্যই ঘটবে = অবশ্যম্ভাবী
- শক্তির উপাসনা করে যে = শাক্ত
- তল স্পর্শ করা যায় না যার = অতলস্পর্শী
- আবক্ষ জলে নেমে স্নান = অবগাহন
- যার কোনো কিছু থেকেই ভয় নেই = অকুতোভয়
- যার আগমনের কোনো তিথি নেই = অতিথি

- যা আঘাত পায়নি = অনাহত
- যার নাম কেউ জানে না = অজ্ঞাতনামা
- যে কোনো বিষয় স্পৃহা হারিয়েছে = বীতস্পৃহা
- যা বিশ্বাস করা যায় না = অবিশ্বাস্য
- যে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে বা নেই কোনোটাই বিশ্বাস করার যৌক্তিকতা নেই বলে মনে করে = আজ্ঞেয়বাদী
- হরেক রকম বলে যে = হরবোলা
- যার তুলনা নাই = অতুলনীয়
- কুরুর বংশজাত = কৌরব
- যুদ্ধে যিনি স্থির থাকে = যুধিষ্ঠির
- লবণ কম দেওয়া হয়েছে এমন = আলুনি

- ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার = পেখম
- যার উদ্দেশ্যে পত্রটি রচিত = প্রাপক
- যার আকার কুৎসিত = কদাকার
- গাছের পাতায় তৈরি পাত্রকে বলে = পত্রপুট
- পিতার ভ্রাতা = পিতৃব্য
- যা সাধারণের মধ্যে দেখা যায় না = অনন্যসাধারণ
- আশি বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তি = অশীতিপর
- কর দান করে যে = করদ
- যে বিষয়ে কোনো বিতর্ক বা বিবাদ নেই = অবিসংবাদী
- যে বিষয়ে মতভেদ নেই এমন = ঐকমত্য

- হাতির বাসস্থান = পিলখানা
- বেতন নেয়া হয় না যাতে = অবৈতনিক
- ত্রিকালের ঘটনা জানেন যিনি = ত্রিকালদর্শী বা ত্রিকালজ্ঞ
- নদী মাতা যার = নদীমাতৃক
- সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা হয় নাই এমন = অসমীক্ষিত
- যা বহুকাল হতে চলে আসছে = চিরন্তন
- দ্বারে থাকে যে = দৌবারিক
- গাছে উঠতে পটু যে = গেছো
- কামনা দূর হয়েছে যার = বিতস্কাম
- যিনি বক্তৃতা দানে পটু = বাগ্মী

- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা = প্রত্যুদগমন
- বহু বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট = বহুজ্ঞ
- যে রোগ নির্ণয়ে হাতড়ে মরে = হাতুড়ে
- যে বিবেচনা না করে কাজ করে = অবিবেচক
- হয়তো হবে = সম্ভাব্য
- যা সহজেই ভেঙে যায় = ভঙ্গুর/ ঠুনকো
- যে জয়লাভে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা = সংশপ্তক
- একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত = সগোত্র
- আচারে নিষ্ঠা আছে যার = আচারনিষ্ঠ
- কর্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া বিমূঢ় যে/ কি করতে হবেভেবে পায় না = কিংকর্তব্যবিমূঢ়

- মুষ্টি দ্বারা যার পরিমাণ করা যায় = মুষ্টিমেয়
- গ্রীবা সুন্দর যার = সুগ্রীব
- গলায় কাপড় দিয়া = গলবস্ত্র
- খেয়া পার করে যে = পাটনী
- উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার = প্রত্যুৎপন্নমতি
- যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায় = সর্বংসহা
- যে মেঘে প্রচুর বৃষ্টি হয় = সংবর্ত
- কোথাও উন্নত কোথাও অবনত = বন্ধুর
- কোথাও উঁচু কোথাও নিচু = বন্ধুর
- যার বংশ পরিচয় এবং স্বভাব কেউই জানে না =অজ্ঞাতকুলশীল

- জ্ঞান লাভ করা যায় যে ইন্দ্রিয় দ্বারা = জ্ঞানেন্দ্রিয়
- অসম সাহস যাহার = অসমসাহসিক
- অন্ন গ্রহণ করিয়া যে প্রাণধারণ করে = অন্নগত প্রাণ
- ঈষৎ আমিষ (আঁশ) গন্ধ যার = আঁশটে
- সমুদ্রের ঢেউ = ঊর্মি
- যা মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠে = উদ্ভিদ
- দিনে যে এক বার আহার করে = একাহারী
- ইন্দ্রজাল (জাদু) জানেন যিনি = ঐন্দ্রজালিক
- পরস্পর আঘাত = সংঘর্ষ
- মোটাও নয়, রোগাও নয় = দোহারা

- যাহা লোকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে = বিস্মৃতপ্রায়
- যা বালকের মধ্যেই সুলভ = বালসুলভ
- ছল (ছলনা) করিয়া কান্না= মায়াকান্না
- মধু পান করে যে = মধুপ
- ঠিকমত নাম ধাম আছে যাহাতে = ঠিকানা
- ঢাকায় উৎপন্ন = ঢাকাই
- অরণ্যের অগ্নিকাণ্ড = দাবানল
- মাটির মতো রং যার = মেটে
- কোনটা দিক কোনটা বিদিগ এই জ্ঞান নাই যাহার = দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য
- যার অনুরাগ দূর হয়েছে = বীতরাগ

- নৌকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে = নাবিক
- নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে (গ্রীষ্মকাল) = নিদাঘ
- সজ্ঞানে অন্যায় করে যে = জ্ঞানপাপী
- বড়ো ভাই থাকতে ছোটো ভাইয়ের বিয়ে = পরিবেদন
- আচরণে যার নিষ্ঠা আছে = নিষ্ঠাবান
- যার কিছুই নেই = নিঃস্ব
- যিনি প্রথম পথ দেখান = পথিকৃৎ
- যা প্রমাণ করা যায় না = অপ্রমেয়
- যার বাসন আলগা = অসংবৃত
- চক্রের প্রান্তভাগ = চক্রসীমা

- যা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে = অপসৃয়মান
- যে মদের নেশা করে = মাতাল।
- পাঁচ সেরের সমাহার = পসুরি, পশুরী
- যা মুষ্টি দ্বারা পরিমাণ করা যায় = মুষ্টিমেয়
- নিজেকে যে নিজেই সৃষ্টি করেছে = সয়ম্ভূ
- নিজেকে বড়ো ভাবে যে = হামবড়া
- যার সর্বস্ব হারিয়ে গেছে বা যার কিছু নেই = সর্বহারা/হৃতসর্বস্ব
- মাসের শেষ দিন = সংক্রান্তি
- শোনা মাত্র স্মরণ রাখতে পারে যে = শ্রুতিধর
- বৃষ্টির জল = শীকর

- যা তর্কের দ্বারা মীমাংসা করা যা না = অপ্রতর্ক্য
- গবাদি পশুর পাল = বাথান
- যে প্রবীণ নয় = নবীন
- যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ = শ্বাপদসংকুল
- বিদেশে থাকে যে = প্রবাসী
- শোক দূর হয়েছে যার = বীতশোক
- যারা এক জায়গায় বেশি থাকে না = যাযাবর
- বেলাকে অতিক্রান্ত = উদ্বেল
- তিন মোহনার মিলন যেখানে = তেমোহনা
- যা সবসময় পরার উপযোগী = আটপৌরে

- যে রব শুনে এসেছে = রবাহূত
- যা জল দেয় = জলদ
- আহ্বান করা হয়েছে এমন = আহূত
- উত্তর দিক সম্পর্কীত = উদীচ্য
- পূর্ণিমার চাঁদ = রাকা
- কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি = অমাবস্যা
- কোনো ভাবেই যা নিবারণ করা যায় না = অনিবার্য
- গদ্য পদ্য মিশ্রিত কাব্য = চম্পু
- চিরকাল মনে রাখার যোগ্য = চিরস্মরণীয়
- ছয় মাস অন্তর =ষাণ্মাসিক

- ছন্দে নিপুণ যিনি = ছান্দসিক
- ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি = ঋত্বিক
- দ্বীপে জন্ম হয়েছে যার = দ্বৈপায়ন (দ্বীপ+অয়ন-সন্ধি)
- দেবতা থেকে উৎপন্ন = আধিদৈবিক
- ধনের দেবতা = কুবের
- ধ্যান করেন যিনি = ধ্যানী
- ধ্যানে মগ্ন যিনি = ধ্যানস্থ
- নদীতে পার হওয়ার স্থান = খেয়াঘাট
- ধী (বুদ্ধি) আছে যার = ধীমান
- নিজের দ্বারা উপার্জিত = স্বোপার্জিত

- ন্যায় শাস্ত্র জানেন যিনি = নৈয়ায়িক
- পুণ্য কর্মে সম্পাদনের জন্য শুভ দিন = পুণ্যাহ
- পঙক্তিতে বসার অনুপযুক্ত = অপাংক্তেয়
- প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার মতো অবস্থা = লবেজান
- পরিমিত আহার করে যে = মিতাহারী
- ফল প্রসব করে যা = ফলপ্রসূ
- বপন করা হয়েছে যা = উপ্ত
- বসে আছে যে = আসীন বা উপবিষ্ট
- বয়সে সবচেয়ে ছোটো যে = কনিষ্ঠ
- বয়সে সবচেয়ে বড়ো যে = জ্যেষ্ঠ

- ভাগীরথ কর্তৃক আনীত নদী = ভাগীরথী
- দেরিতে বা বিলম্বে হয় যা = নাবি
- প্রাপ্ত হয়েছে যা = লীন
- মধু পান করে যে = মধুপ
- যে ভরণ পোষণ করে = ভর্তা
- মন হরণ করে যা = মনোহর
- মমতা নেই যার = নির্মম
- মৃৎ অঙ্গ যার = মৃদঙ্গ
- যা সহ্য করা যায় না = দুর্বিষহ
- যে জমিতে ফসল জন্মায় না = ঊষর

- তুলার তৈরি = তুলোট
- প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যে = লব্ধপ্রতিষ্ঠ
- সুদে টাকা খাটান না = তেজারতি
- হৃদয় বিদীর্ণ করে যা = হৃদয়বিদারক
- স্বার্থের জন্য অন্যায় অর্থ প্রদান (ঘুস) = উপদা
- বন্দুকের গুলি ছাড়ো অনুশীলনের জন্য স্থাপিত লক্ষ্য = চাঁদমারি
- দেহের বয়স অনুযায়ী মনের বয়স না বাড়লে =বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী
- আয়নার প্রতিফলিত রূপ = প্রতিবিম্ব
- ঘর্ষণ বা পেষণজাত সুগন্ধ = পরিমল